যুগান্তর

তারিখ 15 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অনার্সে ভর্তির অপেক্ষমাণ তালিকা নিয়ে ইডেনে তুলকালাম : শিক্ষক লাঞ্ছিত

অধ্যক্ষের কার্যালয় ও হলে তালা

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর ইডেন কলেজে অনার্স প্রথমবর্ষে ভর্তির অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে শনিবার রাতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে। ছাত্রলীগ সমর্থক কিছু ছাত্রী অধ্যক্ষের কার্যালয় এবং বিভিন্ন আবাসিক হলে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ঘটনার সময় ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম তাদের হাতে লাঞ্ছিত হন। তাকে প্রায় দু'ঘণ্টা অবরুদ্ধও করে রাখা হয়। এছাড়া মেধারভিত্তিতে ভর্তির দাবিকারী বামপন্থী কিছু ছাত্রীর ওপরও ছাত্রলীগের ওইসব নেত্রী চড়াও হয় এবং হল থেকে বের করে দেয়া হয়। কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক মাহফুজা চৌধুরী ও তালিকা প্রকাশ করা হবে। তার কার্যালয়ে বা হলে হলে তালা ঝোলানো কিংবা ভর্তি কমিটির আহ্বায়ককে অবরুদ্ধ করার ঘটনা তিনি অস্বীকার করে বলেন, এ ধরনের কোন ঘটনার কথা তিনি জানেন না। তবে রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ রিপোর্ট লেখার সময়ে ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অবরুদ্ধ রয়েছেন বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম রাত ১০টায় টেলিফোনে যুগান্তরকে জানান, আসন খালি থাকায় ছাত্রলীগ কিছু আসন দাবি করেছে। যে কারণে তালিকা প্রকাশে তারা বাধা দেয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত তালিকা প্রকাশে সক্ষম হয়েছি। তারা (ছাত্রলীগ নেত্রীরা) দাবি

তুলকালাম : পৃষ্ঠা ১[illegible] কলাম ৩

তুলকালাম : ইডেনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছে, আমরা দেখব তাদের দাবি কতটুকু রাখতে পারি। আজ তাদের সঙ্গে ফের বসবেন বলে জানান।' তিনি বলেন, সরকার পরিবর্তনের পর এ ধরনের কিছু সমস্যা হতে পারে। হল থেকে ছাত্রীদের বের করে দেয়া বা হলে তালা ঝুলিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, কিছু সমস্যা হয়েছিল। এখন সমাধান করে ফিরছেন। ছাত্রীদের সঙ্গে অবাঞ্ছিত কিছু ঘটেনি বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে ঘটনা জানাজানি হল কিভাবে তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

ইডেন কলেজে বর্তমানে ২০০৮-০৯ সেশনে প্রথমবর্ষ অনার্সে ভর্তি কার্যক্রম চলছে। অভিযোগ রয়েছে, গোড়া থেকেই ছাত্রলীগের কলেজ, স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় কিছু নেতা ও নেত্রী তাদের পছন্দমতো প্রার্থী ভর্তি করার জন্য বেশকিছু আসন আবদার করে আসছিল। এ নিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে কলেজে একধরনের গুমোট পরিস্থিতি বিরাজ করছে। শুধু তাই নয়, বুধবার মেধা তালিকায় থাকার পরও ভর্তিবঞ্চিত কিছু ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ পর্যন্ত করেন।

এ অবস্থার মধ্যে শনিবার কলেজে অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশের কথা ছিল। কলেজের 'ভ' আদ্যাক্ষরের একজন অফিস সহকারী জানান, বিকালে তারা তালিকা টানাতে গেলে বাধাপ্রাপ্ত হন। ছাত্রলীগের নেত্রীদের বাধার মুখে তারা ফিরে এলে পরে কমিটির আহ্বায়ক তা টানাতে গিয়েও ব্যর্থ হন। পরে তিনি ছাত্রী নেত্রী নিপুন, রীনা, হ্যাপী ও তানিয়ার সঙ্গে বিষয়টি সমঝোতার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ঘটনার একপর্যায়ে ছাত্রীরা তাকেসহ কমিটির অপরাপর শিক্ষককে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে। সন্ধ্যার পর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দু'দফায় তিনি অবরুদ্ধ হন বলে একাধিক সাধারণ ছাত্রী জানিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, দ্বিতীয়বার তাকে একটি ছাত্রী হলে অবরুদ্ধ করা হয়।

প্রসঙ্গত, মেধার ভিত্তিতে ভর্তি নিশ্চিতের দাবিতে ছাত্রফ্রন্টসহ বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের নেত্রীরা ইডেনে সোচ্চার রয়েছে। তারাই তদবির বা অন্য কোনভাবে ছাত্রী ভর্তির বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে তারা ক্যাম্পাসে মিছিল ছাড়াও কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন জানান, এ ধরনের কোন ঘটনা তিনি জানেন না। তবে গত পাঁচ বছর ছাত্রদল যেভাবে ভর্তি বাণিজ্য করেছে, ছাত্রলীগ সে ধরনের কোন কার্যক্রমে জড়াচ্ছে না। ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাকেই তারা প্রাধান্য দিচ্ছেন।